ফল চোর ।। *ময়নাগুড়িতে অর্ঘ্য বিশ্বাসের ক্যামেরায়।*

উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের প্রতীক্ষালয়

লিজ পেয়েছেন একজন, চালাচ্ছেন অন্যজন

শিলিগুড়ি, ৫ ডিসেম্বর ঃ উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের জরুরি বিভাগের পাশে থাকা প্রতীক্ষালয়টি চালানোর জন্য লিজ পেয়েছেন একজন, আর সেটি চালাচ্ছেন অন্য একজন। মেডিকেল সূত্রে জানা গিয়েছে, টেন্ডারের মাধ্যমে সেটি তিন বছরের জন্য চালানোর লিজ পেয়েছিলেন জীবন রায় নামে এক ব্যক্তি। কিন্তু তিনি প্রতীক্ষালয়টি না চালিয়ে তা টাকার বিনিময়ে চালাতে দেন স্থানীয় তৃণমূল যুব নেতা রাজু সরকারকে। তবে রাজু সরকারও তা চালাননি। তিনি সেটি চালানোর জন্য ভাড়া দিয়েছেন রুকমণি মণ্ডল নামে অন্য এক মহিলাকে। আর এই সুযোগে ওই মহিলা প্রতীক্ষালয়ের ভেতর মেয়ে ও জামাইকে নিয়ে প্রায় সংসার পেতে বসেছেন। প্রতীক্ষালয়টিতে রোগীর পরিজনদের টাকার বিনিময়ে শুধু থাকার নিয়ম রয়েছে। সেখানে রান্না করার নিয়ম নেই। কিন্তু সেই নিয়ম মানা হচ্ছে না। সেখানে রান্না করা খাবার বিক্রি করা হচ্ছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, রাতে এখানে অসামাজিক কাজকর্ম চলছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে না। প্রতীক্ষালয়ে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটলে তার দায় কে নেবে সেই প্রশ্নও আছে।

বিষয়টি নিয়ে জীবন রায়ের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও সম্ভব হয়নি। তবে স্থানীয় তৃণমূল নেতা রাজু সরকার বলেন, 'জীবন রায়ের কাছ থেকে দেখাশোনার জন্য নিয়েছিলাম। সেখান থেকে কোনো লাভ হচ্ছিল না। সবাই হাসপাতালের নিঃশুল্ক প্রতীক্ষালয়ে থাকছেন। কিন্তু লিজ থাকায় এই প্রতীক্ষালয়টি চালাতেই হচ্ছে। তাই দুজন কর্মী সেখানে থাকছেন। আমি সেভাবে সময় দিতে পারছি না। তবে অসামাজিক কাজকর্মের অভিযোগ সঠিক নয়।'

প্রতীক্ষালয়টি তিন বছরের জন্য চালানোর লিজ পেয়েছিলেন জীবন রায় নামে এক ব্যক্তি। কিন্তু তিনি প্রতীক্ষালয়টি না চালিয়ে তা চালাতে দেন তৃণমূল যুব নেতা রাজু সরকারকে। তিনি সেটি ভাড়া দিয়েছেন রুকমণি মণ্ডল নামে এক মহিলাকে।

রুকমণি মণ্ডল নামে ওই মহিলা বলেন, 'রাজু সরকারের কাছ থেকে অনুমতি নিয়েই মেয়ে ও জামাইকে নিয়ে থাকছি। নিজেদের জন্য রান্না করি। কিন্তু অনেক রাতে যাঁরা থাকতে আসেন তাঁদের জন্য মাঝেমধ্যে রান্না করে দিই।'

এ বিষয়ে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সুপার ডাঃ কৌশিক সমাজদার বলেন, 'এভাবে প্রতীক্ষালয় একজন আরেকজনকে ভাড়া দিচ্ছে, সে আবার অন্যজনকে ভাড়া দিচ্ছে, তা কখনোই হয় না। একটা অরাজক অবস্থা তৈরি হয়েছে। যা খুশি তাই করা হচ্ছে। এই জিনিস মেনে নেওয়া যায় না। বিষয়টি নিয়ে রোগীকল্যাণ সমিতির সভাপতির সঙ্গে আলোচনা করব। প্রয়োজনে লিজ বাতিলের কথাও ভাবা হবে।'

অবাধে ব্যবহার হচ্ছে গ্যাস কাটার

অগ্নিনির্বাপণ সংক্রান্ত আইন ভাঙছে শিলিগুড়ি

শিলিগুড়ি, ৫ ডিসেম্বর ঃ শহরের পাড়ায় পাড়ায় গড়ে উঠছে অবৈধ স্টিলের আসবাব তৈরির কারখানা ও গ্যারাজ। সেখানে যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে গ্যাস কাটার। অভিযোগ, ফায়ার লাইসেন্স ছাড়াই গড়ে উঠেছে এই কারখানাগুলি। একাধিক কারখানায় থাকছে না কোনো অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা। আর শহরের জনবহুল এলাকায় এই ধরনের কারখানা গড়ে ওঠায় অগ্নিকাণ্ডের আশঙ্কাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। একইরকমভাবে শহরের বহু আবাসন এবং বাণিজ্যিক বহুতলেও থাকছে না অগ্নিনির্বাপণের ব্যবস্থা। আর এই ধরনের অনিয়ম থাকলেও এই সমস্ত কারখানা এবং বহুতলে প্রশাসনের নজরদারি নেই বলে অভিযোগ উঠেছে। কখনও কোনো বড়ো ধরনের অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটলে তার দায় কে নেবে তা নিয়েও উঠছে প্রশ্ন।

শহরের বিভিন্ন বাণিজ্যিক বহুতল থেকে শুরু করে বাজার, কারখানা, বেসরকারি হাসপাতালগুলিতে ফায়ার অ্যাক্ট মানা হচ্ছে না বলে অভিযোগ উঠেছে। সরকারি নিয়মকে বুড়ো আঙুল দেখিয়েই দিনের পর দিন শহরের বিভিন্ন এলাকায় গড়ে উঠছে অবৈধ কারখানা, গ্যারাজ। অভিযোগ, জনবসতি এলাকায় গড়ে উঠেছে এই কারখানা ও গ্যারাজগুলি। দিনভর সেখানে চলে ঝালাইয়ের কাজ। পাশাপাশি চলে গ্যাস কাটারের কাজ। কিন্তু কোনো কারখানা কিংবা গ্যারাজেই অগ্নিনির্বাপণের ব্যবস্থা তেমন নেই বলে অভিযোগ। জনবসতিপূর্ণ এলাকায় এই ধরনের কারখানায় কখনও অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটলে বড়ো ধরনের বিপদ ঘটতে পারে বলে আশঙ্কা শহরবাসীর। বছর দুয়েক আগে শিলিগুড়ির হায়দরপাড়ায় এরকমই দুটি আসবাব তৈরির কারখানায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। পুড়ে ছাই হয়ে যায় দুটি কারখানাই। ক্ষতিগ্রস্ত হয় পার্শ্ববর্তী বাড়িঘরও। সেই ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে কেন কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না তা নিয়ে প্রশ্ন তুলছে সাধারণ মানুষ। শিলিগুড়ি শহরের বিভিন্ন প্রান্তে প্রতিদিনই নতুন নতুন আবাসন কিংবা বাণিজ্যিক কমপ্লেক্স গড়ার জন্যে আবেদন জমা পড়ে। অভিযোগ, ওই সমস্ত আবাসন এবং বাণিজ্যিক কমপ্লেক্সের একাংশ ফায়ার সেফটি অ্যাক্ট মানছে না। তবে এই ধরনের কারখানা নিয়ে তাঁদের কাছে অভিযোগ না এলে তাঁরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে পদক্ষেপ নিতে পারেন না বলে জানিয়েছেন এক দমকল কর্তা। অপরদিকে, বিষয়টি নিয়ে খোঁজখবর করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন শিলিগুড়ির মহকুমাশাসক সিরাজ দানেশ্বর। তিনি বলেন, 'এই ধরনের কোনো লিখিত অভিযোগ আমাদের কাছে আসেনি। তবে আমরা খোঁজ নিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেব। প্রয়োজনে অভিযান চালানো হবে। কেউ আইন না মেনে জনবসতিপূর্ণ এলাকায় কারখানা চালাতে পারে না।'

উত্তর দিনাজপুরে চোলাইয়ের রমরমা, উদ্‌বিগ্ন প্রশাসন

ইসলামপুর, ৫ ডিসেম্বর ঃ শান্তিপুরে বিষমদ খেয়ে মৃত্যুর জেরে উদ্‌বিগ্ন উত্তর দিনাজপুর জেলা আবগারি দপ্তর। জেলাজুড়ে ক্রমশ বেড়ে চলা চোলাইয়ের বিক্রি এখন দপ্তরের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। জেলা আবগারি দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, আদিবাসী সমাজের কিছু মানুষ চোলাইয়ের দিকে ঝুঁকছে। বিষয়টি নিয়ে আদিবাসী সমাজের মাথারাও উদ্‌বেগে রয়েছেন। তাঁরা জেলাজুড়ে আদিবাসী অধুষ্যিত গ্রামগুলিতে ফ্লেক্স, হোর্ডিং লাগানোর পাশাপাশি আদিবাসী ভাষার মাধ্যমে মাইকিং করার দাবি তুলেছেন।

২০১১ সালের আদমশুমারিতে দেখা গিয়েছে, জেলায় ১ লক্ষ ৬২ হাজার ৮১৬ জন আদিবাসী বসবাস করেন। তাঁদের বড়ো অংশই চোলাইয়ে আসক্ত। চোলাই খেয়ে যাতে কোনো অঘটন না ঘটে সেদিকে নজর দিয়ে জেলা আবগারি দপ্তর আদিবাসী সমাজের মানুষের মধ্যে সচেতনতা প্রচার শুরু করেছে, দাবি সংশ্লিষ্ট বিভাগের। ইতিপূর্বে চোলাইয়ের কারবার বন্ধ করে বিকল্প কর্মসংস্থানের জন্য ৪৩৮ জন মহিলাকে ২০ হাজার টাকা করে দিয়েছে জেলা আবগারি দপ্তর। যদিও আদিবাসী সংগঠনের নেতাদের দাবি, ওই চোলাইয়ের কারবারের সঙ্গে যুক্ত মহিলার সংখ্যা অনেক বেশি। তাঁদের চিহ্নিত করে আর্থিক সুবিধা দানের পাশাপাশি পরবর্তী সময়ে নজরদারি করার দাবিও তোলেন তাঁরা।

উত্তর দিনাজপুর জেলা আবগারি দপ্তরের সুপারিন্টেন্ডেন্ট তপনকুমার মাইতি বলেন, 'চোলাই নিয়ে আমরা লাগাতার অভিযানে নামছি। আমাদের দপ্তরের অধীনে জেলার পাঁচটি বিভাগ রয়েছে। ইসলামপুর, পাঞ্জিপাড়া, ডালখোলা, রায়গঞ্জ ও কালিয়াগঞ্জ–এই পাঁচটি সার্কেলে প্রায় সারা বছরই সচেতন করার প্রয়াস চলে। এছাড়া জেলার বিভিন্ন মেলায় আমরা প্রচার করে থাকি। আদিবাসী ভাষা জানা কর্মীর অভাবে এই ভাষায় প্রচার করা সম্ভব হচ্ছে না। এই ভাষায় প্রচারের জন্য তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সহযোগিতা নিয়ে আদিবাসী শিল্পীদের মাধ্যমে কিছু করা যায় কিনা তা খতিয়ে দেখছি।'

অল ইন্ডিয়া সাঁওতাল ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড কালচারাল সোসাইটির উত্তর দিনাজপুরের কনভেনার বার্নাড টুডু বলেন, 'আদিবাসী সমাজের কাছে চোলাই অভিশাপে পরিণত হয়েছে। আমাদের সোসাইটি বিভিন্ন আদিবাসী গ্রামে মাজি–পরগণাদের সহযোগিতায় চোলাইয়ের কুপ্রভাব নিয়ে মানুষকে সচেতন করে।' আদিবাসী বিকাশ পরিষদ, আদিবাসী সেংগেল সহ বিভিন্ন সংগঠনও এ বিষয়ে সরব হয়েছে।

প্রসঙ্গত, গত রবিবার আবগারি দপ্তর ও পুলিশ যৌথভাবে জেলার বিভিন্ন এলাকায় চোলাইয়ের ঠেকে অভিযান চালিয়ে প্রায় ৩১২ লিটার চোলাই ও মদ তৈরির সরঞ্জাম নষ্ট করে।

বিশ্রামাগার নেই হাসপাতালে, সমস্যায় রোগীর আত্মীয়রা

মেখলিগঞ্জ, ৫ ডিসেম্বর ঃ মেখলিগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে বিশ্রামাগার না থাকায় রোগীর আত্মীয়পরিজনদের ভরসা হয়ে উঠেছে গাছতলা। মেখলিগঞ্জের নানা মহল থেকে হাসপাতালে বিশ্রামাগার তৈরির জোরালো দাবি উঠেছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে তাঁরা এই দাবি জানাচ্ছেন। কিন্তু কর্তৃপক্ষ কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছে না। মেখলিগঞ্জ ব্লকের ৮টি গ্রাম পঞ্চায়েত ও মেখলিগঞ্জ এলাকার লক্ষাধিক মানুষের একমাত্র ভরসা মেখলিগঞ্জ মহকুমা হাসপাতাল। বিস্তীর্ণ এলাকা থেকে রোজ সহস্রাধিক রোগী মেখলিগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে আসেন চিকিৎসার জন্য। হাসপাতালে বসার নির্দিষ্ট জায়গা নেই। তাই বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই রোগী সহ তাঁদের আত্মীয়স্বজনদের গাছতলায় বা খোলা জায়গায় বসতে হয়। বর্ষার মরশুমে সাধারণ মানুষের সমস্যা চরম আকার ধারণ করে। তখন ব্লকের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে চিকিৎসা করাতে আসা মানুষের ঠাঁই নিতে হয় চায়ের দোকানে। এমতাবস্থায় হাসপাতাল প্রাঙ্গণে বিশ্রামঘরের দাবি উঠছে। মেখলিগঞ্জ মহকুমা হাসপাতাল চত্বরে বিশ্রামাগারের দাবিতে সরব হয়েছে মেখলিগঞ্জের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন।

মেখলিগঞ্জ

বিজেপির মেখলিগঞ্জ টাউন মণ্ডল সভাপতি রাজীব সিংহ সরকারের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে মেখলিগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে বিশ্রামাগারের দাবি জানিয়ে আসছেন তাঁরা। একাধিকবার বিষয়টি নিয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে স্মারকলিপিও দিয়েছেন তাঁরা। কিন্তু এখনও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের তরফে কোনো সদর্থক ভূমিকা গ্রহণ করা হয়নি। এসইউসিআই (সি)–এর মেখলিগঞ্জ লোকাল কমিটির সম্পাদক হিতেন বর্মন জানান, মহকুমা হাসপাতালে বিশ্রামাগার না থাকায় সমস্যায় পড়তে হচ্ছে রোগীর আত্মীয়স্বজনদের। খুব শীঘ্রই এই বিষয় নিয়ে তাঁরা মেখলিগঞ্জের মহকুমাশাসক ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের দ্বারস্থ হবেন। মেখলিগঞ্জ পুরসভার বিদায়ি চেয়ারপার্সন মিঠু সিংহসরকার জানান, ব্লকের মানুষদের সুবিধার্থে মেখলিগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে বিশ্রামাগার নির্মাণ করা একান্ত প্রয়োজন।

মেখলিগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালের রোগীকল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান পরেশচন্দ্র অধিকারী জানান, খুব শীঘ্রই এই ব্যাপারে মেখলিগঞ্জ পুরসভার সঙ্গে কথা বলে সমস্যা সমাধানে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। মহকুমা হাসপাতালের সুপার কাশীনাথ পাঁজা জানান, বিষয়টি হাসপাতালের তরফে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। মেখলিগঞ্জ ব্লকের চ্যাংরাবান্ধা ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে রোগীর আত্মীয়স্বজনদের জন্য তৈরি হচ্ছে আধুনিকমানের বিশ্রামাগার। অথচ মেখলিগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে বিশ্রামাগার না থাকায় রোজ সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে ব্লকের ৮টি গ্রাম পঞ্চায়েত ও পুর এলাকার মানুষকে।

বিশ্রামাগার না থাকায় খোলা মাঠে বসে রয়েছেন রোগীর আত্মীয়রা।

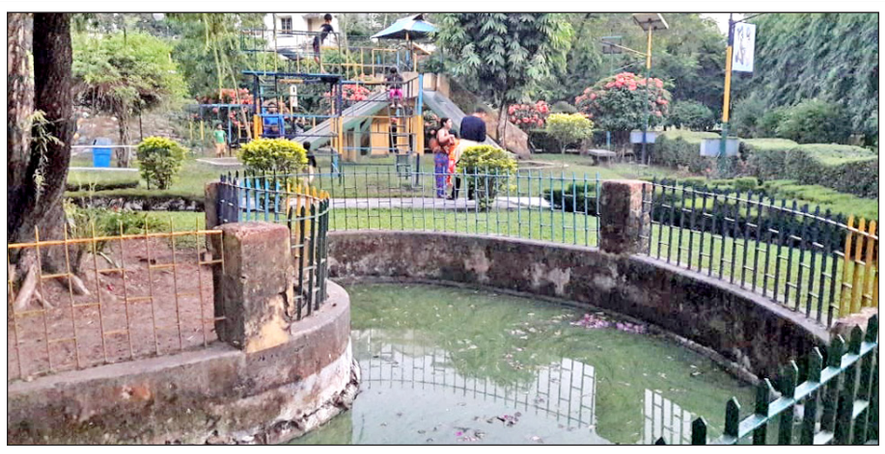

আকর্ষণ হারাচ্ছে শিলিগুড়ি পার্ক

ঝিলের জলে জমছে শ্যাওলা

শিলিগুড়ি, ৫ ডিসেম্বর ঃ শিলিগুড়ি পার্কের ঝিলের অবস্থা এখন বেহাল। পুরনিগমের ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের পার্কে এই ঝিলের জলে শ্যাওলা জমে স্তর তৈরি হয়েছে। ঝিলের পাশে থাকা গাছের পাতা ও ফুলে ঢেকে রয়েছে ঝিলের জল। বন দপ্তরের উদ্যোগে ১৯৯৩ সালে এই পার্কটি তৈরি হয়। পার্কের সৌন্দর্যায়নে নানারকম ফুলের গাছ, ছোটোদের আনন্দ দেওয়ার জন্য দোলনা, ঢেঁকি ও অনেক রকমের খেলনা আনা হয়। খেলার সরঞ্জাম ভালো থাকলেও পার্কের ঝিল সাফাইয়ে নজরদারির যে অভাব রয়েছে তা মানছেন পার্কে ঘুরতে আসা অনেকেই। তবে পার্ক কর্তৃপক্ষের দাবি, ঝিলের চারপাশে গাছ রয়েছে। সেজন্য জলের রং সবুজ মনে হয়। যা দেখে আপাতদৃষ্টিতে জলে শ্যাওলা জমে আছে বলে মানুষের মনে হতে পারে।

এলাকার মানুষের জন্য ১৯৯৩ সালের মার্চ মাসে পার্কটি বন দপ্তর থেকে তৈরি করা হয়। জনপ্রিয়তা দেখে পরবর্তীতে পার্কটিকে ঢেলে সাজানো হয়। নানারকম ফুলের গাছ, কৃত্রিম গুহা ও বিভিন্ন খেলার সামগ্রী আনা হয়। পার্কে ঘুরতে আসা বাচ্চারা যাতে খেলতে পারে সেজন্য খেলার সামগ্রীগুলোর উপর বিশেষ নজরদারিও করা হয়। পার্কের সাফাইয়ের জন্য সাতজন কর্মচারীও রয়েছেন। পার্কে ঘুরতে আসা মানুষের কাছ থেকে টিকিট দিয়ে মাথাপিছু ১০ টাকা করে নেওয়া হয়। ঝিলের জল বেহাল অবস্থায় থাকায় পার্কে এসে হতাশ হচ্ছেন বহু মানুষ। দেশবন্ধুপাড়ার বাসিন্দা মিতা পাল জানান, 'বাড়ির সামনেই রয়েছে বলে আমি মাঝে মাঝেই দু–বছরের ছেলেকে নিয়ে পার্কে বেড়াতে আসি। কিন্তু পার্কে ঝিলের জল এমন নোংরা থাকলে মশার সম্ভাবনা রয়েছে।'

উদ্যান ও কানন বিভাগ শিলিগুড়ি (উত্তর) রেঞ্জ অফিসার মানব চক্রবর্তী বলেন, 'ঝিলটিতে প্রচুর মাছ রয়েছে। তাই ঝিলটির দিকে বিশেষ নজর রাখা হয়। এছাড়াও বিভিন্ন সময় নানারকমের ওষুধও জলে দেওয়া হয়। তবে জল নোংরা নয়, পাশে অনেক গাছ থাকায় জলের রং সবুজ মনে হয়।' যদিও শিলিগুড়ি কলেজের বোটানির অধ্যাপক প্রদীপ বসু বলেন, 'ছবি দেখে বোঝা যাচ্ছে জলের মধ্যে শ্যাওলা জমে পাঁকের মতো তৈরি হয়েছে। পরিষ্কার না করলে শ্যাওলা জমে একটা আস্তরণ তৈরি হবে। তখন অক্সিজেনের অভাবে ঝিলে থাকা মাছ মারা যেতে পারে। ছবিতে স্পষ্ট যে, এটি গাছের ছায়া নয়।'

নির্জলা শিলিগুড়ি টাউন স্টেশন

শিলিগুড়ি, ৫ ডিসেম্বর ঃ শিলিগুড়ি টাউন স্টেশনে যাত্রীদের জন্য পানীয় জলের কল থাকলেও সেগুলো সবই এখন বিকল হয়ে পড়ে রয়েছে। প্রতিদিন অসুবিধায় পড়ছেন যাত্রীরা। প্রয়োজনে যাত্রীদের জল কিনে খেতে হচ্ছে। ১৮৮০ সালে স্থাপিত ঐতিহ্যবাহী পুরোনো একটি স্টেশনে যাত্রীদের জন্য পানীয় জলের ন্যূনতম পরিসেবা কেন নেই তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন যাত্রীরা।

স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম থেকে শুরু করে প্রতীক্ষালয়ে পানীয় জলের কল রয়েছে। কিন্তু সেগুলো বিকল হয়ে পড়ে থাকায় সেগুলি পানের পিক, থুথু ফেলার জায়গায় পরিণত হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে এই সমস্যা না মেটায় প্রশ্ন তুলেছেন যাত্রীরা। বামনহাট প্যাসেঞ্জার ট্রেনের এক যাত্রী রুমা পাশোয়ান বলেন, 'স্টেশনে পানীয় জলের ব্যবস্থা থাকা খুবই দরকার। প্যাসেঞ্জার ট্রেনগুলো বেশিরভাগ সময়ই অনেকটা দেরিতে আসে। স্টেশনে পানীয় জলের ব্যবস্থা না থাকায় যাত্রীদের অসুবিধা হয়। বিশেষ করে সঙ্গে ছোটো বাচ্চা থাকলে আরও বেশি অসুবিধায় পড়তে হয়। স্টেশনের বাইরেও সেরকম দোকান নেই যে বিশুদ্ধ পানীয় জল কিনে খাওয়াব।' অন্য এক যাত্রী আকাশ রায় জানান, 'স্টেশনে যাত্রীদের জন্য পানীয় জলের ব্যবস্থা করা রেল কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব। তারা যাত্রীদের যদি এই সামান্য সুবিধাটুকু দিতে না পারে তাহলে তো আমাদের অসুবিধা। অথচ স্টেশনজুড়ে বিভিন্ন জায়গায় পানীয় জলের কল রয়েছে।' স্টেশনের উচ্চপদস্থ আধিকারিক জানান, 'স্টেশনে যাত্রীদের জন্য পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই। জলের পাইপে সমস্যা রয়েছে। তবে আমাকে কোনো যাত্রী এ ব্যাপারে লিখিত কোনো অভিযোগ জানাননি।'

ফালাকাটায় রাস্তা মেরামতের দাবি

ফালাকাটা, ৫ ডিসেম্বর ঃ ফালাকাটা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল সংলগ্ন রাস্তাটি মেরামত ও প্রশস্ত করার দাবি তুলেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। ফালাকাটার দক্ষিণ প্রান্তের হাটখোলা, অরবিন্দপাড়া ও দেশবন্ধুপাড়ার মতো ঘনবসতিপূর্ণ এলাকার বাসিন্দারা ছাড়াও কোচবিহার চা বাগানের বাসিন্দারা এই রাস্তা ধরেই হাসপাতালে যাতায়াত করেন। এছাড়া ছাত্রছাত্রীরা এই রাস্তা দিয়েই নিত্যদিন স্কুলে আসে। কিন্তু এই পথটির পরিসর প্রয়োজনের তুলনায় সংকীর্ণ হওয়ায় বিপুল সংখ্যক মানুষ দুর্ভোগে ভুগছেন। রাস্তার হালও অত্যন্ত করুণ। যত্রতত্র গর্ত ও সংলগ্ন নর্দমা ভেঙে পথ চলাচল ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কোনো বৈদ্যুতিক বাতিস্তম্ভ না থাকায় প্রায়ই দুর্ঘটনার সম্মুখীন হচ্ছেন পথচারীরা। ফালাকাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সুরেশ লালা এই বিষয়ে বলেন, 'হাসপাতাল রোড প্রশস্ত হলে বাসিন্দাদের সুবিধা হবে। কিন্তু রাস্তাটি সম্প্রসারণ করতে হলে হাসপাতাল ও স্কুল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে সমাধানসূত্র খুঁজতে হবে।'

সাহায্যের আশায় বিশুবালা নমদাস। –সংবাদচিত্র

ভাতা মেলেনি, ভিক্ষা করে বেঁচে আছেন বৃদ্ধা

নয়ারহাট, ৫ ডিসেম্বর ঃ বিশুবালা নমদাসের স্বামী নেই। দুই ছেলে থাকলেও তাঁরা কেউ মায়ের দায়িত্ব নিতে পারেননি। জমিও নেই। টিনের ছাউনি ও পাটকাঠির বেড়া দেওয়া একটা মাথাগোঁজার আশ্রয় থাকলেও উনুনে নিয়মিত হাঁড়ি চড়ে না। বাধ্য হয়ে ভিক্ষাবৃত্তি বেছে নিয়েছেন ওই সত্তরোর্ধ্ব বৃদ্ধা। বার্ধক্যভাতার জন্য স্থানীয় জনপ্রতিনিধি সহ শাসকদলের নেতাদের দ্বারে দ্বারে ঘুরেও কোনো লাভ হয়নি বলে অভিযোগ। এই নিয়ে বৃদ্ধার ক্ষোভও রয়েছে। তিনি বলেন, 'ভাতা জুটলে জীবনের বাকি দিনগুলি কোনোরকমে খেয়েপরে বেঁচে থাকতে পারতাম। কিন্তু আমার কথা কেউ শুনল না।' অসহায় এই বৃদ্ধার বাড়ি মাথাভাঙ্গা–১ ব্লকের হাজরাহাট–১ গ্রাম পঞ্চায়েতের ছাট পখিহাগা এলাকায়।

বৃদ্ধা বলেন, তাঁর স্বামী পোয়াতু নমদাস তিন দশক আগেই মারা গিয়েছেন। এমনিতেই তাঁদের বড়ো অভাবের সংসার ছিল। সামান্য জমিও ছিল না। স্বামী মারা যাওয়ায় অথই জলে পড়েছিলেন তিনি। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে দুই ছেলেকে বড়ো করেছেন। তাদের বিয়েও দিয়েছেন। কিন্তু তাদেরও আর্থিক অবস্থা ভালো নয়। বড়ো ছেলে বাড়িতেই থাকে। ছোটো ছেলে ভিনরাজ্যে শ্রমিকের কাজ করে। ইচ্ছা থাকলেও তাঁরা মায়ের দেখভাল করতে পারেন না। বয়সের ভারে আগের মতো বৃদ্ধা আর খাটতে পারেন না। শরীরেও বাসা বেঁধেছে বয়সজনিত রোগ। তাই পেট চালানোর দায়ে বেছে নিয়েছেন ভিক্ষাবৃত্তি। ধকল সহ্য করতে না পেরে প্রতিদিন ভিক্ষা করতেও বের হতে পারেন না বৃদ্ধা। ফলে অনেক সময়ই তাঁকে অর্ধাহারেও থাকতে হয় বলে প্রতিবেশীদের অনেকেই জানিয়েছেন। বৃদ্ধার এই নিদারুণ কষ্টের কথা স্থানীয় জনপ্রতিনিধি সহ শাসকদলের নেতাদের গোচরে থাকলেও তাঁরাও এ ব্যাপারে উদাসীন বলে বৃদ্ধার অভিযোগ। ভাতার জন্য একাধিকবার তাঁদের শরণাপন্ন হয়েও কোনো লাভ হয়নি। উপরন্তু, বছর দুয়েক আগে বৃদ্ধাকে সরকারি ঘর দেওয়া হলেও অজ্ঞাত কারণে ঘরের কাজ শেষ হয়নি বলে অভিযোগ। ফলে ঘরে পাটকাঠির বেড়া লাগাতে হয়েছে। এ ব্যাপারে এলাকার জনপ্রতিনিধিদের ভূমিকা নিয়েও উঠেছে প্রশ্ন। আক্ষেপ করেছেন বৃদ্ধাও। ঘরের টাকা পাইয়ে দেওয়ার নাম করে বৃদ্ধার সঙ্গে প্রতারণা করা হয়েছে বলেও এলাকাবাসীদের একাংশের অভিযোগ। যদিও এলাকার এক জনপ্রতিনিধি জানিয়েছেন, ঘরের টাকা পেয়ে ওই বৃদ্ধার এক ছেলে জমি বন্ধক নিয়েছেন। ওই বৃদ্ধা ভাতাও পান বলে তাঁর দাবি। তবে ওই জনপ্রতিনিধি ঠিক কথা বলছেন না বলে মনে করছেন স্থানীয়দের একাংশ। বৃদ্ধার এই করুণ অবস্থা দেখে এলাকার বাসিন্দা তথা সন্তানদলের মাথাভাঙ্গা মহকুমা কমিটির সম্পাদক অজিত বর্মন বৃদ্ধার পাশে দাঁড়িয়েছেন। দু–দিন আগে তাঁকে সাধ্যমতো আর্থিক সহযোগিতাও করেছেন। অন্যদেরও একাজে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি।

অর্থ বরাদ্দের ছয় বছর পরেও শুরু হয়নি ফ্লাইওভারের কাজ

মুরতুজ আলম ● সামসী

৫ ডিসেম্বর ঃ টাকা বরাদ্দ হয়েছে প্রায় ৬ বছর আগে। তারপরেও শুরু হয়নি সামসী রেলগেটে ফ্লাইওভারের কাজ। স্বাভাবিকভাবেই প্রতিনিয়ত যানজটের কবলে পড়তে হচ্ছে সাধারণ মানুষজনকে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, প্রশাসনিক উদাসীনতার কারণে ফ্লাইওভারের জন্য জমি অধিগ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। এতেই বিলম্ব হচ্ছে কাজের। রতুয়া–১ এর বিডিও অবশ্য জানিয়েছেন, আগামী ডিসেম্বর মাসের মধ্যেই প্রয়োজনীয় জমি সংগ্রহ করে ফ্লাইওভারের কাজ শুরু করা হবে।

উত্তর মালদার অন্যতম ব্যবসায়িক শহর ও যোগাযোগের কেন্দ্র সামসী। সামসীতে রয়েছে রেলস্টেশন। ৮১ নম্বর জাতীয় সড়কও সামসীর ওপর দিয়ে গেছে। সড়কপথে যাতায়াতের মাঝেই রয়েছে রেলগেট। দিনের মধ্যে একাধিকবার সেই রেলগেট বন্ধ থাকলে সমস্যার মধ্যে পড়তে হয় সাধারণ মানুষজনকে। বিশেষ করে বৃহস্পতিবার হাটের দিন সেই সমস্যা চূড়ান্ত আকার ধারণ করে। দীর্ঘক্ষণ রেলগেট বন্ধ থাকলে সড়কপথে যানজটের সৃষ্টি হয়। সমস্যা মেটানোর জন্য বহু আন্দোলন হয়েছে। কিন্তু সমাধানসূত্র আজও অধরা।

স্থানীয় বাসিন্দা শেখ হাসিন, খুরশেদ আলম, মহম্মদ আতাউল্লা প্রমুখ জানান, রেলগেট বন্ধ থাকলে স্বাভাবিকভাবেই সড়কপথ বন্ধ হয়ে যায়। তৈরি হয় যানজট। সেই যানজটে আটকে নিত্যযাত্রীদের নাজেহাল হতে হয়। অনেক সময় অসুস্থ রোগীদের এই যানজটের কবলে পড়ে মৃত্যুও হয়। এই সমস্যা মেটানোর জন্য বহুবার রেলগেটে ফ্লাইওভারের দাবি জানানো হয়েছে। তাঁদের অভিযোগ, প্রতিবার ভোটের আগে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা–নেত্রীরা এসে ফ্লাইওভার তৈরির প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতি আজও বাস্তবায়িত হয়নি।

উত্তর মালদার সাংসদ মৌসম নূর বলেন, সামসীতে নিত্যযাত্রীদের যানজট সমস্যা সমাধানের জন্য রেলগেটে ফ্লাইওভার নির্মাণ অত্যন্ত প্রয়োজন। ২০১২ সালে কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী ফ্লাইওভার তৈরির কথা জানিয়েছিলেন। সেই প্রকল্প অনুমোদন হয়েছিল। টাকাও বরাদ্দ হয়। কিন্তু আজও কাজ শুরু হয়নি। সম্প্রতি সংসদে ফের বিষয়টি উত্থাপন করা হয়েছিল। সামসী রেলগেটের ফ্লাইওভার নির্মাণের বিষয়টি রেলমন্ত্রী গুরুত্ব সহকারে দেখবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

স্থানীয় মানুষজনের চাপে অবশ্য শেষ পর্যন্ত নড়েচড়ে বসেছে প্রশাসন। জেলাশাসকের নির্দেশে রতুয়া–১ এর বিডিও ফ্লাইওভার নির্মাণের জন্য জমি অধিগ্রহণের কাজ শুরু করেছেন। বিডিও অর্জুন পাল জানান, ফ্লাইওভার নির্মাণের জন্য মোট ১৮ কোটি টাকার প্রকল্প রয়েছে। এর মধ্যে জমি কেনার জন্য খরচ হবে আট কোটি টাকা। মোট ৯৭ জন জমির মালিকের কাছ থেকে জমি কিনতে হবে। ইতিমধ্যে তিন কোটি টাকা দিয়ে ত্রিশজনের কাছ থেকে জমি নেওয়া হয়েছে। বাকিদের কাছ থেকে ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে জমি কেনা হবে।

- **২০১২ সালে সামসী রেলগেটে ফ্লাইওভারের জন্য ১৮ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়।**
- **৯৭ জন জমিদাতার কাছ থেকে জমি নিতে খরচ ধরা হয়েছে আট কোটি টাকা।**
- **তিন কোটি টাকায় ত্রিশজনের কাছ থেকে জমি নেওয়া হয়েছে।**
- **৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে বাকি জমি অধিগ্রহণ করা হবে বলে প্রশাসনের পক্ষ থেকে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।**